Java – জাভা

By Tanvir Hussain on Wednesday, January 13, 2016 at 5:48pm

লেখক - Shanjid Islam Sharod

১। ইতিহাস : জাভার আদিবাস মূলত ইন্দোনেশিয়ার "জাভা" নামক দ্বীপপুন্জ । এজন্যই এদেরকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, শ্রীলঙ্কা, জ্যামাইকা ইত্যাদি দেশগুলোতে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। ১৭০০ সালের দিকে চীন ও জাপানে সর্বপ্রথম জাভা খাঁচায় পালন করা শুরু হয় এবং ১৯৬০-৭০ সালের দিকে আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় কেজবার্ড এ পরিণত হয়। বর্তমানে এটি মোটামুটি সব দেশেই দৃশ্যমান।

২। দৈহিক গঠন : সহজ কথায় বলতে গেলে জাভার গঠন সম্পূর্ণ আমাদের দেশের চড়াই পাখির মতো। এদের লেজ তেমন একটা বড় হয় না। ঠোঁটটা একটু বড় ও মোটা। বাহারী রং এর জন্য এরা সব পাখিপ্রেমীর কাছেই সুপরিচিত। এদের ওজন ২০ থেকে ৩৫ গ্রামের মধ্যে।

৩। আচার-আচরণ : জাভার যে আচরণটা সবার আগে চোখে পড়ে সেটি হলো নিয়মিত গোসল করা ! এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেই পছন্দ করে। দিনে অন্তত একবার তো গোসল করা লাগবেই, গরমের সময় আমি ৩ বারও করতে দেখেছি। ঘরে ডিম বা বাচ্চা থাকলেও এই কাজ ওনাদের করাই লাগবে। অনেকে মনে করেন ভেজা শরীর নিয়ে ডিমে বসলে ডিম ফুটবেনা। কিন্ত আমি এখনো পর্যন্ত এমন কোন ঝামেলার সম্মুখীন হইনি। তাছাড়া প্রতিদিন গোসল করতে না পারলে ওরাও খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ে এবং অসুস্থ হয়ে যায়। তাই নিয়মিত

গোসল করানো আবশ্যক। ছেলে জাভা পাখি মাঝে মাঝে, বিশেষ করে বৃষ্টির সময় খুব সুন্দর করে শিষ দেয়। এরাও অন্যান্য ফিন্চ এর মতো চন্চল প্রকৃতির।
৪। জাত বা মিউটেশন : পৃথিবীতে বেশ কয়েক প্রজাতির জাভা আছে, যেমন- অপাল, এ্যালবিনো, ইজাবেল, প্যাস্টেল, ক্রিমিনো, এ্যাগেট, পাইড, টিমোর ইত্যাদি। তবে আমাদের দেশে এসব নাম ব্যবহার করা হয় না। আমাদের দেশে প্রধানত চারটি রং এর জাভা পাওয়া যায়, কালো বা গ্রে, ফন বা খয়েরী, সাদা এবং সিলভার। এদেরকে আমরা রং অনুযায়ীই ডাকি।
৫। খাঁচা : জাভার জন্য সর্বনিম্ন খাঁচার মাপ ১৮"১৮"২৪ অথবা ২৪"১৮"১৮। সম্ভব হলে আরো বড় দেওয়া উচিত, তাহলে ব্রিডিং এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। অন্য ফিন্চদের মতো এরাও নির্জনে থাকতে পছন্দ করে। তাই খাঁচাটা একটু আড়ালে স্থাপন করাই শ্রেয়, বিশেষ করে ব্রিডিং এর সময়।
৬। খাবার-দাবার : জাভার প্রধান খাবার হলো ধান। সীডমিক্সে ধানের সাথে আমরা চীনা, কাউন, তিশি, গুজিতিল ইত্যাদি দিয়ে থাকি। প্রোটিনের জন্য আমরা জাভাকে অতিরিক্ত একটি জিনিস দিয়ে থাকি। সেটি হলো মেলওয়ার্ম। এটি এক ধরনের পোকা যা জীবন্ত প্রোটিন উৎস নামে পরিচিত। একে বাড়িতেই উৎপাদন করা সম্ভব। এর বদলে পিপড়ার ডিম অথবা নালসের ডিমও ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্যালসিয়ামের জন্য কাটেল ফিস বোন এবং ডিমের খোসা দেওয়া যায়। এছাড়া সপ্তাহে অন্তত একবার এগফুড ও শাকসবজি, সজনে পাতা, নিম পাতা দেওয়া যেতে পারে।
৭। বয়স নির্ধারণ : জাভার বয়স নির্ধারণ করতে হলে সবার আগে তাকাতে হবে ঠোটের দিকে। জন্মের পর থেকে মোটামুটি ২ মাস পর্যন্ত ঠোঁটের রঙ থাকে কালো বা গাঢ় বাদামী। আস্তে আস্তে এটি লাল রঙ এর হতে থাকে এবং ৬ মাসের মধ্যে চকচকে লাল বর্ণ ধারন করে। এছাড়া সাদা জাভা ছাড়া অন্য সব জাভার ক্ষেত্রেই বাচ্চাদের রঙ থাকে অনুজ্জল এবং একঢালা। বয়স হওয়ার সাথে সাথে মোল্টিং এর মাধ্যমে পুরানো পালক পড়ে যায় এবং বিভিন্ন উজ্জল রঙ এর পালক গজাতে শুরু করে। এবং সব জাভার ক্ষেত্রেই মুখে সাদা রঙ এর একটা গোলাকার অংশ ফুটে ওঠে।
৮। ছেলে-মেয়ে নির্ধারণ : এই বিষয়টা সকলের কাছেই ঝামেলার মনে হয় কিন্ত আসলে এটি খুবই সহজ। শুধু দরকার হাতে-কলমে দেখে অভিগ্যতা সমৃদ্ধ করা। যদিও অনেক সময় অভিগ্যতাও হার মানে, কিন্ত তা খুবই কম। যাই হোক, জাভার ছেলে মেয়ে নির্ধারণ করতে হলে সবার আগে তাকাতে হবে ঠোট ও চোখের রিং এর দিকে। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই দুটোই হয় কড়া লাল এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে হালকা লাল বা গোলাপি ধরনের। এছাড়া উপর থেকে দেখলে ছেলেদের ঠোট মেয়েদের অপেক্ষা একটু মোটা মনে হয় এবং পাশ থেকে দেখলে নাকের দিকে একটু বেশি উচু থাকে। এছাড়া আচার-আচারণ দেখে বুঝতে হলে পাখির ডাকাডাকি লক্ষ্য করতে হবে। ছেলে মেয়ে উভয়ে "প্যাক প্যাক" টাইপের একটা শব্দ করে। কিন্ত ছেলেরা লম্বা সময় ধরে শিষ দিতে পারে, যা মেয়েরা পারে না।
৯। ব্রিডিং : ব্রিডিং করাতে হলে অবশ্যই পাখির প্রাইভেসি নিশ্চিত করতে হবে। ৮ মাসের আগে জাভা ব্রিডে দেওয়া উচিত নয়। সবার আগে যেটি করণীয় সেটি হলো ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ করা। ইঁদুর দেখলেই এরা সাথে সাথে হাড়ি থেকে ডিম ফেলে দেয়। কারণ হিসেবে ধারণা করা হয়, ইঁদুর যাতে ওদের ক্ষতি না কোরে নিচে থেকে ডিম খেয়ে চলে যায় সেজন্যই এই কার্যকলাপ। জানি না এর সত্যতা কতটুকু, তবে যৌক্তিকতা যথার্থই। আমি নিজেও এটা করতে দেখেছি।
তাইই ইঁদুর বন্ধ করা অবশ্য কর্তব্য। জাভার মেটিং কল এর প্রক্রিয়াটা একটু ব্যতিক্রম এবং মনোমুগ্ধকর, অনেকটা গোল্ডিয়ান ফিন্চ এর মতো। মেটিং এর সময় ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে মাথা নাড়ায় এবং লাফালাফি শুরু করে। একে "কোর্টসিপ ড্যান্স" বলে। দেখতে চাইলে ইউটিউবে দেখতে পারেন। যাই হোক, জাভার নেষ্ট হিসেবে একটু বড় জায়গা হলে ভাল হয়। তাই একটু বড় সাইজের বক্স ব্যবহার করা সর্বত্তম। কারণ এতে জায়গার পাশাপাশি যথেষ্ট প্রাইভেসিও আছে। বাসা বানানোর জন্য অর্থাৎ নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে শুকনা দুর্বা ঘাসের কোন বিকল্প নেই। তবে না পাওয়া গেলে নারকেলের খোসা বা আঁশ দেওয়া যেতে পারে। জাভা সাধারণত ৪ থেকে ৮ টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ে তা দেয়। সবকিছু ঠিক থাকলে ১৮-২১ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা হওয়ার পর প্রথম করনীয় হলো সফট্ ফুড দেওয়া। এক্ষেত্রে মেলওয়ার্মের কোন বিকল্প নেই। তবে না পাওয়া গেলে এগফুড এবং পাউরুটি দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে। পাখিকে কোন

মতেই বিরক্ত করা যাবে না। মাস খানেকের মধ্যেই বাচ্চা মোটামুটি খাওয়া শিখে গেলে বাবা-মার কাছ থেকে আলাদা করে দিতে হবে। এই একমাসের মধ্যে যদি মা আবার ডিম পাড়ার চেষ্টা করে তাহলে বাচ্চা নাচে নামিয়ে বক্স বের করে ফেলতে হবে।
১০। অসুখ-বিসুখ : জাভার অসুখ বলতে সাধারণত ঠান্ডাটাই বেশি লাগে। তাই শীতকালে এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় একটু অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া উচিত।
১১। শীতকালিন যত্ন :- ১। আপনার পাখির ঘরের দরজা-জানালার সামনা সামনি জাভার খাচা রাখবেন না, তাহলে আর সরাসরি ঠান্ডা বাতাস লাগবে না । ২। যদি সম্ভব হয় প্রতিদিন অন্তত ১ ঘন্টা রোদ লাগান, সম্ভব না হলে সপ্তাহে একবার অবশ্যই । ৩। আগেই বলেছি জাভা গোসল করতে খুবই পছন্দ করে, কিন্ত অসময়ে বিশেষ করে সন্ধ্যার পর যদি গোসল করে এবং পানি যদি একটু ঠান্ডা হয় তাহলে ঠান্ডা লাগা থেকে বাচানোর আর কোন উপায় নেই । তাই এক্ষেত্রে আমি বলবো পাখিকে দুপুরের দিকে অথবা রোদে দিয়ে তারপর গোসল এর জন্য বড় বাটিতে পানি দিন যাতে আপনি রোদ থেকে সরানোর আগেই ওরা নিজেদেরকে শুকিয়ে নিতে পারে । ৪। শীতকালে পানি দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়, তাই দিনে অন্তত দুইবার পানি পাল্টে কুসুম গরম পানি দিবেন এবং রাতের বেলা পানির পট বের করে রাখবেন । পনির পট হিসেবে ড্রাম ব্যবহার করা ভালো কারন এটি আপনি যখন খুশি খুলে রাখতে পারবেন এবং পানি পাল্টানোর সময় বারবার দরজা খোলার ঝামেলা পোহাতে হবে না, পাশাপাশি পাখি এতে পুপ্সও করতে পারবে না ফলে পানি থাকবে পরিষ্কার । ৫। খাচার পাশে অবশ্যই একটি ১০০ ওয়াট এর বাল্ব দিবেন । এটি বিকাল থেকে অথবা সন্ধ্যা থেকে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত জ্বালালেই হবে, তবে শৈত্যপ্রবাহ চলাকালীন ২৪ ঘন্টা জ্বালিয়ে রাখাই শ্রেয় । ৬। পাখিকে সপ্তাহে অন্তত একবার তুলসী দ্রবন এবং ACV খাওয়ান । এবং খাটি মধু থাকলে ১ লিটার পানির সাথে ৪ চামচ মিশিয়ে দিতে পারেন । এগুলো ঠান্ডা প্রতিরোধে যথেষ্ট সহায়ক । ৭। সীড মিক্সে তিশি ও গুজিতিলের মতো তৈলাক্ত খাবার এর পরিমান বাড়িয়ে দিন । ৮। শীতকালে প্রচুর শাকসবজি পাওয়া যায়, বিশেষ করে শাক জাতীয় খাদ্যগুলো আপনার জাভা কে দিতে ভুলবেন না এবং সজনে পাতা ও নিম পাতাও নিয়মিত দিবেন । ৯। রাতের বেলা অবশ্যই মোটা কাপড় বা চট দিয়ে খাচা ঢেকে দিবেন । পাখি বারান্দায় থাকলে রাতটুকুর জন্য ঘরের ভেতরে আনা উত্তম । ১০। নেস্ট হিসেবে অবশ্যই ছোট ফাকযুক্ত বক্স অথবা হাড়ি ব্যবহার করবেন যাতে ভিতরে বাতাস না যায় এবং মা ও বাচ্চা ঠান্ডা থেকে সুরক্ষিত থাকে।